চন্দ্রহাস

(পৌরাণিক উপাখ্যান)

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড।

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য বার আনা মাত্র।

কলিকাতা
১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যোদয় প্রেস,
৮।২ নং কাশী ঘোষের লেন, কলিকাতা

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণকমলে

মা,

জীবনের প্রথম দিন হইতে আমি তোমারই কোলে তোমারই ক্ষীরধারায় পালিত ও বর্দ্ধিত। তুমিই আমার রচনা দেখিয়া স্নেহময়বাক্যে আমাকে উৎসাহিত করিতে। তাই আজ আমার আদরের 'চন্দ্রহাসকে' লইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। মায়ের কাছে পুত্রের 'আব্দার' পূর্ণমাত্রায় খাটে। সেইজন্য তোমার কাছে আমার একান্ত 'আব্দার' এই যে, তুমি আমাকে যেমন কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতেছ, আমার 'চন্দ্রহাস'কেও তেমনই আদরের সহিত কোলে তুলিয়া লও। ইতি

তোমার স্নেহের পুত্র

প্রবোধেন্দু।

ভূমিকা।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্রমতি বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থলিখনের বাসনা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে যে এই সামান্য পুস্তিকাখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সাহস করিয়াছি ইহা কেবল আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের আগ্রহে। তাঁহারই উৎসাহে, গল্পের ছায়া অবলম্বনে তাহা বিস্তৃত করিয়া লিখিবার প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতে এই পৌরাণিক উপাখ্যানটী লিখিয়াছিলাম। লেখা সমাপ্ত হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং ইহার দোষগুণের জন্য তিনিই দায়ী।

আমার সংস্কৃত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু কাব্যরত্ন ও শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ইহার স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

১, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
মহালয়া, ১৩২৮।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

হেয়ারস্কুলের প্রধানশিক্ষক

শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু বি, এ, মহাশয়ের

অভিমত।

'চন্দ্রহাস' নামক পুস্তিকাখানি আমার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুরের লিখিত। জগদ্বিখ্যাত, পূজ্যপাদ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, শ্রীমান্ সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার পক্ষে এই অল্পবয়সে বংশের 'ধারা' বজায় রাখিবার চেষ্টা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয়, নহে। পুস্তিকাখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, আমি ইহার ভাষা ও রচনাচাতুর্য্যে বাস্তবিক মোহিত হইয়াছি। এত অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে এরূপ সুন্দর রচনা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। শ্রীমান্ প্রবোধেন্দু যে এরূপ পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছে, আমার স্কুলের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়, এবং আমিও ইহাতে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি।

শ্রীমান্ প্রবোধেন্দুকে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। সে দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি

হেয়ার স্কুল,
কলিকাতা।
৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

শ্রীহরকান্ত বসু।

উপহার
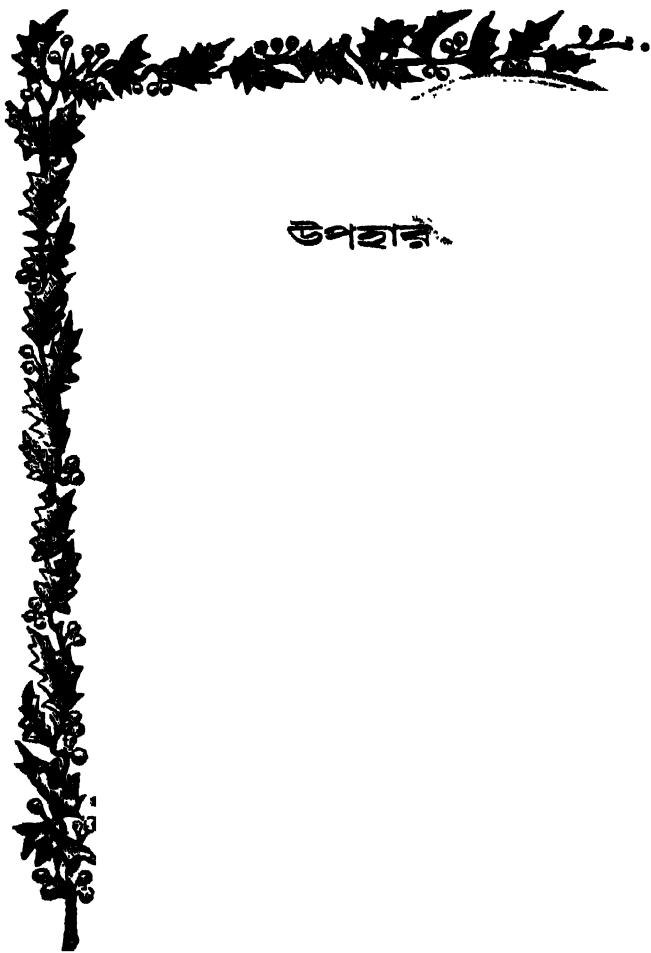
চন্দ্রহাস

চন্দ্রহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে কেরল দেশে দধিমুখ নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। মহারাজ দধিমুখ অতি কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভ করিবার অতি অল্পকাল পরেই নিকট-বর্ত্তী জনৈক পরাক্রান্ত নরপতি বিপুল-বাহিনী লইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। আক্রান্ত কেরলরাজ দীর্ঘকাল ভীম পরাক্রমে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে সমর-

ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য ঐ যুদ্ধে নিহত হইল। রাজমহিষী নৃপতির মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সতীধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত চিতারোহণ করিয়া সহমরণে গমন করিলেন।

নৃপতির মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ণিমা তিথিতে শুভলগ্নে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দৈবজ্ঞগণ নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন,"এই শিশু ভবিষ্যতে একজন সর্ব্বগুণান্বিত প্রতাপশালী নরপতি হইবে।" শত্রুপক্ষ যখন সিংহাসন অধিকার করিল, তখন রাজকুমারের ধাত্রী তাহাকে লইয়া কুন্তলপুর নামক নগরে পলায়ন করিল এবং বালকের রাজবংশে জন্ম-গ্রহণের কথা অপ্রকাশিত রাখিয়া বিশ্বাসী ধাত্রী স্বোপার্জ্জিত অর্থে কোনরূপে নিজের ও শিশুর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিন্তু পাঁচবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ধাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এবং শিশুটী নিঃসহায় অবস্থায় ধরিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন শিশু দিবাভাগে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং রাত্রিকালে দেবমন্দিরে বা অন্য কোন স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিত। নাগরিকগণ বালকটীকে নিঃসহায় ও বন্ধুহীন দেখিয়া আপনাদের আহার্য্য হইতে কিছু কিছু তাহাকে প্রদান করিত এবং তদ্দ্বারা বালক কায়ক্লেশে জীবন-ধারণ করিত। সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলে বালকটী সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিত এবং তাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাকে আপনাদের গৃহে লইয়া যাইত। তথায় তাহাদের জননীগণ, বালকটীকে মাতৃহীন

অবগত হইয়া তাহাকে সময়ে সময়ে অন্নবস্ত্র প্রদান করিতেন এবং স্নান করাইয়া বেশ-বিন্যাস করিয়া দিতেন। এইরূপে অল্পে অল্পে পিতৃ-মাতৃহীন বালক কতকগুলি সঙ্গী লাভ করিল এবং নগরের অনেক মহিলার প্রীতি-ভাজন হইয়া উঠিল। এই অসহায় বালক যে রাজপুত্র ইহা কখনও কাহারও মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই; কারণ ধাত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্মকাহিনী অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। দৈবক্রমে বালক একদিন স্বীয় সঙ্গিগণ সহ কুন্তলরাজের প্রধান অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির গৃহে গমন করে। ঘটনা চক্রে তথায় সেই দিন অনেক ঋষি এবং জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মুখের চিহ্নাদি দেখিয়া লোকের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বলিতে পারিতেন। সমাগত বালকটিকে অবলোকন করিয়া তাঁহারা

পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই বালকটী কে? দেখিতেছি, রাজকুলে জন্মের এবং ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের তাবৎ চিহ্নই ইহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে।" অতঃপর জ্যোতিষিগণ বালকসম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে অনেক বালক ক্রীড়া করিতে আসে। এই বালক তাহাদেরই একজন, এতদ্ভিন্ন ইহার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু অবগত নহি।" অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রীকে বলিলেন, "এই বালকের মুখমণ্ডলে ভবিষ্যৎ উন্নতির চিহ্ন সকল এরূপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র শিশু নিশ্চয়ই একদিন এই সমগ্র দেশের অধিপতি হইবে। আপনি ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, আপনার সমুদয় বিষয়সম্পত্তি ও পরিবারস্থ সকলেই পরিণামে ইহার ক্ষমতাধীন হইবে

এবং এই শিশু আপনাদের উপর যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করিবে।”

রাজা ভাল, মন্দ, ন্যায়বান্ অথবা যথেচ্ছাচারী হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে সত্য, এবং ঐ ভবিষ্যদ্‌বাদিগণ পিতৃ-মাতৃহীন বালকের মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া যেরূপ মত প্রকাশ করিলেন, তাহা হইতেও এরূপ অনুমান করা যায় না যে, সে পরিণামে একজন মন্দ নৃপতিই হইবে। কিন্তু বালকের দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যোতিষীদিগের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাহার অশেষ প্রকার নিগ্রহের কারণ হইয়াছিল; যেহেতু, স্বভাবতঃ ক্রূরবুদ্ধি মন্ত্রীর মনে মন্দ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

মন্ত্রী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া উপস্থিত পণ্ডিতদিগকে মর্য্যাদানুসারে প্রণামী প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন এবং মনে মনে

বালকসম্বন্ধে জ্যোতিষীদিগের ভবিষ্যদ্‌বাণীর আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, পণ্ডিতগণ বালক-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাহার কোন উপযুক্ত কারণ আছে। অতএব যাহাতে এই ক্ষুদ্র শত্রু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে এজন্য কুচক্রী মন্ত্রী তাহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সর্ব্বাপেক্ষা নীচজাতীয় একদল চণ্ডালকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বালকটীকে গভীর অরণ্যে লইয়া গিয়া প্রাণবধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

চণ্ডালগণ বিপুল অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া রাত্রিকালে বালকটীকে অরণ্যের এক নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং তথায় তাহাকে গোপনে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু বালককে বধ করিবার নিমিত্ত তাহারা একে একে তরবারি উন্মুক্ত করিয়াও কেহই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আঘাত করিতে সাহস করিল না। বাস্তবিক এরূপ নির্ম্মম ও কাপুরুষোচিত কার্য্য করিতে তাহারা মনে মনে নিরতিশয় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। অধিকন্তু, বালকটী যখন এরূপ আসন্ন মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ একমনে করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবিতে লাগিল তখন ঘাতকগণের আশঙ্কা হইল যে, কোন না কোন দিন এই হত্যার ফল তাহাদের উপর ফলিতে পারে। অনন্তর তাহারা তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া স্থির করিল যে, বালকটীকে হত্যা করা হইবে না।

কিন্তু মন্ত্রী ঘাতকদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বালককে যে বধ করা হইয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার দেহের কোন

নিদর্শন লইয়া না আসিলে, তাহারা প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে না। ঘাতকগণ তন্নিমিত্ত বালকের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল তাহার একটী পদে ছয়টি অঙ্গুলি আছে। চণ্ডালগণ বালকের পদ হইতে সেই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটী কর্ত্তন করিয়া লইয়া তাহাই মন্ত্রীকে গুপ্তহত্যার প্রমাণ দেখাইল। মন্ত্রী ছিন্ন অঙ্গুলিটী দেখিয়া বালকের মৃত্যুবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া অতীব পুলকিত হইলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগের প্রত্যেককে একটী করিয়া দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিলেন।

অঙ্গুলিকর্ত্তনের যন্ত্রণায় প্রপীড়িত ও চলচ্ছক্তিবিহীন বালকটী অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া সাহায্যলাভের আশায় ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল। দৈবক্রমে, মন্ত্রীর অধীনস্থ একজন তহশীলদার সেই সময়

ঐ অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে-ছিলেন। সহসা নিবিড় বনমধ্যে শিশুকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্ময়-ব্যাকুলমনে অবিলম্বে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, একটী আহত বালক রক্তাক্তপদে ধরণীতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। নিঃসন্তান তহশীলদার বালকের কমনীয় মুখশ্রী অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ভূপতিত শিশুটীকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। তহশীলদারের স্ত্রী বালকটীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তহশীলদার গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-বিধি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কতিপয় জ্যোতিষীকে আহ্বান করিয়া বালকের বদনমণ্ডলের চিহ্নাদি পরীক্ষা করিতে

বলিলেন। জ্যোতিষিগণ শিশুর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বালকের মুখের লক্ষণাদি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই বালক অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পরিণামে একজন প্রতাপশালী নরপতি হইবে।" তাঁহারা আরও বলিলেন যে, "হাস্যকালে বালকের মুখের আকার চন্দ্রের ন্যায় দেখায়, অতএব উহার নাম 'চন্দ্রহাস' রাখা হউক।" তদনুসারে সেই দিন হইতে বালকের নাম 'চন্দ্রহাস' হইল এবং এই নামকরণ উপলক্ষে তহশীলদার সমাজপ্রচলিত উৎসবাদিও সম্পাদন করিলেন।

যদবধি চন্দ্রহাস ধর্ম্মপিতার গৃহে পদার্পণ করিল, তদবধি সেই গৃহ ক্রমশঃ উন্নতির মার্গে ধাবিত হইতে লাগিল। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দুগ্ধ

প্রদান করিতে লাগিল, ক্ষেত্রসমূহ দশগুণ শস্য উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং তহশীলদার পোষ্যপুত্রকে যতদূর সম্ভব সুশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাহাকে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং পরে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যুবক অস্ত্রপরিচালনা অভ্যাস করিতে অতিশয় ভালবাসিত। তাহার শিক্ষকগণ বলিতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইলে সে একজন মহা বীর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বয়োবৃদ্ধির সহিত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে চন্দ্রহাসের অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল; অধুনা তাহার একটী সুযোগও উপস্থিত হইল। কুন্তল রাজ্যের অধিকারমধ্যে কতিপয় সামন্তনরপতি বৎসর বৎসর রাজকর প্রদানে আপত্তি করিয়া রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিত। নরপতি রাজদ্রোহীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রধান অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধিকে একাধিক বার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাদিগকে দমন ও পদানত করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে মন্ত্রী

অনন্যোপায় হইয়া তহশীলদারকে রাজসৈন্য পরিচালনপূর্ব্বক বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দিলেন। বৃদ্ধ করসংগ্রাহক স্বয়ং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া উপযুক্ত পুত্র চন্দ্রহাসকে সৈনাধ্যক্ষতা প্রদানপূর্ব্বক বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করিলেন। যুবক চন্দ্রহাস পিতার আদেশে সানন্দে সৈন্যগণের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিলেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি সহ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া প্রচুর লুণ্ঠনদ্রব্য সমভিব্যহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুত্রের জয়লাভে চন্দ্রহাসের পিতা অতীব আনন্দিত হইলেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ মন্ত্রীর নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী প্রাপ্ত উপহার হইতে কিঞ্চিৎ নৃপতি সমীপে

লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিদ্রোহ-দমনার্থ আমার অধীনস্থ একজন তহশীলদারকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি বিদ্রোহীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছেন। অতঃপর রাজ্যের তদংশ হইতে আমাদিগকে আর বিদ্রোহের বার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইবে না।"

নৃপতি মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্য, আপনার কোন্ অনুচর এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে? যেখানে আপনি নিজে বহুবার রাজসৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াও বিদ্রোহিগণকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই, আপনার কোন্ অনুচর এক্ষণে সে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন?"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, আমার

অকৃতকার্য্যতার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর অধুনা আমাকে এই অপমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন।”

নৃপতি মন্ত্রীর এইরূপ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ উত্তরে বিরক্ত না হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার বাসনা করিলেন, এবং চন্দ্রহাসকর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশটী প্রদান ও বিবিধ প্রকারে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে অমাত্যকে বিদায় দিলেন। মন্ত্রী এইরূপ রাজানুগ্রহ লাভ করতঃ উৎফুল্ল হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং নিজেও তহশীলদারের প্রতি প্রভূত দয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাপ্ত ভূখণ্ডের কিয়দংশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তহশীলদারের পোষ্যপুত্র চন্দ্রহাসই যে এই সাফল্যলাভের একমাত্র হেতু, তাহা মন্ত্রীর হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত কখনও উদিত হয় নাই।

অধুনা যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কার্য্য না থাকায় চন্দ্রহাস বিজিত প্রদেশ সমূহে শান্তিস্থাপনে মনোনিবেশ করিল এবং অস্ত্রপরিচালনায় যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল শান্তিস্থাপনেও তদ্রূপ সাফল্যলাভে সমর্থ হইল। সে পথিকদিগের ব্যবহারার্থ তৎপ্রদেশে নূতন নূতন কূপ খনন ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। দূর দূরান্তর হইতে সার্থবাহগণ দলে দলে তথায় আগমন করিতে লাগিল এবং ঐ স্থান ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত জনসমূহে ও অগণ্য পণ্যসম্ভারে নগর অল্পে অল্পে চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে,

চন্দ্রহাসের পিতা বৎসরে বিংশতি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদানে সমর্থ হইলেন। তন্মধ্যে দশ-সহস্র নৃপতিসকাশে, পঞ্চ-সহস্র রাজ-মহিষীসমীপে এবং পঞ্চসহস্র মন্ত্রিসমীপে প্রেরিত হইত। রাজস্বের বৃদ্ধি যে এখানেই সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে। পরিণামে, ইহা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তহশীলদার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দশগুণ অধিক কর রাজকোষে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী ধনবৃদ্ধিতে প্রভূত লাভবান্ হইয়া প্রথমে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যে শত্রুকে তিনি পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারই অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী যে সেই শত্রুকে পরাজিত করিল এবং বিজিত প্রদেশের নির্দ্ধারিত রাজস্ব দশগুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল, ইহা তিনি ভাল চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। ধৃষ্টবুদ্ধি অল্পে অল্পে তহশীলদারের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল যে, নৃপতি যদি এ সমস্ত অবগত হন, তাহা হইলে তহশীলদার অধিকতর রাজানু-

গ্রহ লাভ করিয়া, সকল বিষয়ে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবে, সুতরাং তিনি তহশীলদারের এইরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং স্বীয় মন্ত্রিত্বভার পুত্র মদনের হস্তে কিছুদিনের জন্য ন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং তহশীলদারের গৃহে গমন পূর্ব্বক স্বচক্ষে তাহার এই অসাধারণ উন্নতির কারণ আবিষ্কার করিবার মানস করিলেন।

মন্ত্রীর যাত্রাকালে তাঁহার নবযৌবন-শ্রী-সমন্বিতা, প্রাপ্তবয়স্কা দুহিতা বিষয়া যেন কোন প্রয়োজনীয় কথা বলিবার নিমিত্ত ব্রীড়া-রঞ্জিত-গণ্ডে পিতার নিকট আগমন করিল। কিন্তু, কুমারী-সুলভ লজ্জাবশতঃ পিতৃসমীপে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া, উন্মনাভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া পিতার উদ্যোগ, আয়োজন দর্শন করিতে লাগিল। পিতাকে যেরূপ কার্য্যব্যপদেশে

মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়, এবারও তিনি সেইরূপ গমন করিতেছেন কিন্তু, কতদিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার স্থিরতা না থাকায়, বিষয়া কিঞ্চিৎ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুকালে সে মাতাকে হারাইয়াছিল। পিতাই এতাবৎকাল মাতার ন্যায় আদর যত্নে তাহাকে পালন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন একথা এতদিন মন্ত্রীর মনে একবারও উদিত হয় নাই। বাস্তবিক, বিষয়ারও পরিণয় বাসনা অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। পিতা রাজ্যের মন্ত্রিত্বের গুরুভারে প্রপীড়িত। তদুপরি তিনি সর্ব্বদা নিজের স্বার্থচিন্তায় বিভোর। সুতরাং মাতৃহীন পুত্রকন্যার প্রতি সমুচিত স্নেহ, যত্ন প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে,

তাহা তিনি চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। মাতা নাই, পিতাকে কন্যার বিবাহের কথা কে স্মরণ করাইয়া দিবে? যাহা হউক, কন্যাকে সেদিন চিন্তিতা ও ম্রিয়মাণা দেখিয়া, অকস্মাৎ মন্ত্রীর মনে কন্যার বিবাহের কথা উদিত হইল। তিনি মদনকে একপার্শ্বে আহ্বান করিয়া, যাহাতে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিষয়ার বিবাহ নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন, এবং ইতি-মধ্যে তাহার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিলেন। নিজেও প্রবাসে অবস্থান কালে কোন সুপাত্রের সন্ধান পাইলে, মদনকে তাহা জ্ঞাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বিষয়া, পিতা ও ভ্রাতার আকার ইঙ্গিতে তাঁহাদের কথোপ-কথনের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়া অতীব পুলকিত হইল এবং পিতার সহিত বিদায়ো-

চিত্ত দুই-চারিটী কথা কহিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক আশায় বুক বাঁধিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মন্ত্রী নগর হইতে বহির্গত হইয়া, যথা-কালে তহশীলদারের আলয়ে উপস্থিত হই-লেন। তহশীলদার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মন্ত্রিবর তহশীলদারের কার্য্য পরিদর্শনচ্ছলে তথায় কিছুকাল অবস্থানকরতঃ তাঁহার এইরূপ বিস্ময়োৎপাদক ঐশ্বর্য্য এবং আশাতীত সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম ইহা অবগত হইলেন যে, তহশীলদারের তাবৎ উন্নতির একমাত্র কারণ তাঁহার পোষ্যপুত্র, তিনি নিজে নহেন; এবং এই পুত্রকে তহশীলদার ষষ্ঠ অঙ্গুলি কর্ত্তন হেতু রক্তাক্তপদে জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ মন্ত্রীর মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া সত্যের তীব্র আলোক প্রকাশিত হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালককেই তিনি বধার্থ জঙ্গলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিয়োজিত চণ্ডালগণ, তাহাকে যথার্থ বধ না করিয়া, তাহার পদের অতিরিক্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলি আনয়নপূর্ব্বক, তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে। হিংস্র-প্রকৃতি মন্ত্রী, যতই ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভীষণ ক্রোধ ও দুর্ব্বিষহ মনস্তাপ জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সহসা কোনও রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত এস্থলে ক্রোধ দমন করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

মন্ত্রিবর মনে মনে কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু যখন তিনি চন্দ্রহাসকে স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তখন

তাঁহার বিরক্তি ও ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। যাহা হউক, অতিকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া, তিনি যুবকের মুখমণ্ডল বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, যুবক স্বীয় পুত্র মদনের অপেক্ষা শতগুণে সুশ্রী, তাহার বদনকান্তি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাময়, এবং গাম্ভীর্য্যে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সে দেবগণের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কিরূপে এই দুর্নিবার আপদ্‌কে দূর করা যায়, ইহাই মন্ত্রীর প্রথম চিন্তার বিষয় হইল। কুন্তলাধিপতি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন; একমাত্র কন্যা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সন্তান ছিল না; সুতরাং মন্ত্রী বহুদিন অবধি হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহার পুত্র মদন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরিণামে রাজসিংহাসন লাভ করিবে। কিন্তু এক্ষণে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে,

কোনরূপে চন্দ্রহাস একবার নৃপতির নয়নপথে পতিত হইলে, মদনের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে এবং চন্দ্রহাসই রাজানুগ্রহলাভের চরমসীমায় অধিরোহণ করিবে।

তাঁহার আশঙ্কার মূলীভূত এই যুবককে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, ধৃষ্টবুদ্ধি এক ভীষণ চক্রান্ত উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নিম্নলিখিতভাবে পুত্র মদনের নামে একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রহাসের দ্বারাই তাহা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

"বৎস মদন, পত্রবাহক চন্দ্রহাসের জাতি কিংবা কুল সম্বন্ধে বিচার না করিয়া, তাহার বয়স অথবা কমনীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না লইয়া, তাহার গুণ অথবা দক্ষতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া, পত্রপাঠ মাত্র তাহাকে বিষ প্রদানের

ব্যবস্থা করিবে। আমার আদেশ পালনে দ্বিধা বোধ করিও না।"

পত্রখানি চন্দ্রহাসের হস্তে প্রদত্ত হইলে সে বিনা আপত্তিতে উহা বহন করিবার ভার গ্রহণ করিল। অবশ্য, পত্রে লিখিত বিষয়সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। আপন অশ্বে পর্য্যান লাগাইয়া চন্দ্রহাস নিশ্চিন্তমনে দৌত্য সম্পাদনার্থ যাত্রা করিল এবং পথে বহুবিধ শুভলক্ষণ দর্শন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাহার দক্ষিণ অঙ্গ সহসা স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সে দেখিল জনৈক নবপরিণীত ব্যক্তি, মৃদঙ্গবংশীবাদকগণ ও হর্ষোৎফুল্ল অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে নববধূকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। এবং অনতিবিলম্বে সদ্যোজাত গোবৎস ও গাভীসহ গৃহগামী এক রাখাল তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অবশেষে

কুন্তলরাজ্যের উপকণ্ঠে উপনীত হইলে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, রমণীয় এক উদ্যান তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উদ্যানটী যেন তাহারই বিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত তথায় বিদ্যমান ছিল। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে বহুদূর অশ্বা-রোহণে গমন করিয়া, চন্দ্রহাস অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, ক্লান্তি অপ-নোদনার্থ উন্মুক্ত দ্বারপথে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে এক সুস্নিগ্ধ বাপীকূলে উপনীত হইল এবং সন্নিহিত একটী বৃক্ষের শাখায় স্বীয় অশ্বটীকে বন্ধনপূর্ব্বক অপর একটী শ্যামল পত্রবহুল তরুতলস্থ মর্ম্মরাসনে শয়ন করিল ও অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধিই এই উদ্যানটীর অধিকারী ছিলেন। তাঁহার কন্যা বিষয়া, রাজনন্দিনী চম্পকমালিনী ও অন্যান্য সখীগণ সমভি-

ব্যাহারে ঐ দিন মুক্তবায়ু সেবন ও স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণের নিমিত্ত এই উদ্যানে আগমন করিয়াছিল। তথায় ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারা আপনাদের বিবাহের কথা লইয়া পরস্পরের সহিত কৌতুক ও পরিহাস করিতে লাগিল।

অমাত্য-তনয়া বিষয়া অঞ্চল ভরিয়া নব নব পুষ্প আহরণপূর্ব্বক নৃপতিনন্দিনীর বরাঙ্গে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল "সখি, এই নববিকসিত পুষ্পগুলির মত অচিরে তোমার বিবাহের ফুলটী ফুটিয়া উঠুক। সর্ব্বান্তর্যামীর নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা, তুমি মনোমত পতি লাভ করিয়া সুখে বিবাহিত জীবন যাপন কর।" রাজ-কুমারী প্রত্যুত্তরে হাস্য করিয়া বিষয়াকে বলিলেন, "ভাই, বিষয়া, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন আজই

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরত্নের সহিত তোমার মাল্য বিনিময় হইবে।"

কিয়ংকাল হাস্য পরিহাসের পর বিষয়া রাজকুমারীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া একাকিনী উদ্যানের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সে এক স্বচ্ছসলিলা সরসীর উপকূলে উপনীত হইল। তথায় তরুতলে শয়িত নিদ্রামগ্ন প্রিয়-দর্শন এক যুবক অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উদ্যানে অপর পুরুষের সমাগম সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং যুবককে দৃষ্টিগোচর করিয়া বিষয়া প্রথমে চকিতা হরিণীর ন্যায় কয়েকপদ পশ্চাতে পলায়ন করিল। ক্ষণকাল পরে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে তরুণীসুলভ চপলতাবশতঃ বৃক্ষের পার্শ্বদেশ হইতে যুবকের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার প্রতি বার

বার সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। নিয়তির বিচিত্রা গতি উপলব্ধি কবিবার সাধ্য কার? যুবকের অনিন্দ্যসুন্দর বদনকান্তি সন্দর্শন কবিবা মাত্র বিষয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাকে আপনার মনঃপ্রাণ সমর্পণ কবিল। ইতিমধ্যে সহসা ভ্রাতা মদনেব উদ্দেশে পিতৃহস্তলিখিত একখানি পত্র যুবকের বক্ষো-দেশ হইতে অর্দ্ধ-স্খলিত অবস্থায় দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু তহশীল-দারেব গৃহে যাত্রাকালে পিতা তাহাব বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রাতা মদনকে যাহা বলিযাছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ স্মবণ পথে উদিত হওযায় বিষয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে যুবকেব বক্ষোদেশ হইতে পত্রখানি অতি সন্তর্পণে অপসারিত কবিয়া তাহা পাঠ কবিল—

"পত্রবাহক চন্দ্রহাসের জাতি কিংবা কুল সম্বন্ধে বিচার না করিয়া তাহার বয়স

অথবা কমনীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না লইয়া, তাহার গুণ অথবা দক্ষতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া পত্র পাঠমাত্র তাহাকে বিষ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।" ইহা পাঠ করিয়া বিষয়া স্তম্ভিত ও মৃতপ্রায় হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যাহাকে সে আপনার মন প্রাণ সরল ভাবে দান করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সেই হৃদয়ের দেবতা অবশেষে তাহার সহোদর কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে নিহত হইবে! পিতার এরূপ নিদারুণ আদেশের কারণ অনুমান করিতে সে বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ হৃদয়ের কোমল চিন্তা-শক্তি ক্রূর-প্রকৃতি পিতার জটিল উদ্দেশ্যের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে পারিল না। সরলা বালিকা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া, ছিন্নকণ্ঠা কপোতীর

ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অনন্তর ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, পিতা প্রবাস গমনকালে ভ্রাতা মদনকে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া, বিষয়ার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, পিতা নিশ্চয়ই এই যুবককে স্বীয় জামাতার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন এবং বিলম্বে এরূপ সৎপাত্র হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, নিজের অনুপ-স্থিতিতেও কন্যাকে যুবকের হস্তে প্রদান করিবার জন্য মদনকে এই পত্র লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ চন্দ্রহাসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবককে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হওয়া ভাগ্যের কথা, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, পত্র লিখিবার সময় ভ্রমক্রমে 'বিষয়া' স্থলে 'বিষ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত অন্যমনস্ক ভাবে পত্রে এরূপ ভুল করাও আশ্চর্য্যের বিষয়

নহে। যাহা হউক, মনে মনে পিতা নিশ্চয় ভুল করিয়াছেন, এই অনুমান করিয়া বিষয়া একদিকে যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল, অপরদিকে সত্যই ইহা যদি পিতার মনোগত আদেশ হয়, ইহা চিন্তা করিয়া তাহার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাকে এরূপ মনোমত পতি মিলাইয়া দেওয়ার জন্য সে একবার সর্ব্বান্তঃ-করণে ভগবানের চরণে প্রণাম করিতেছিল, আবার পিতার নিদারুণ আদেশের কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়ায়, তাহার জীবন-সর্ব্বস্বের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া, তাহার হৃদয় সেই সর্ব্বনিয়ন্তার পদে লুটাইয়া পড়িতেছিল। সত্যই হউক অথবা ভ্রমক্রমে প্রদত্ত হউক, পিতার স্বহস্তলিখিত আদেশ ভ্রাতার অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। এক্ষণে সে কি করিবে? কাহারও

সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করাও সম্ভব নয়; সম্ভব হইলেও, তাহার সময় কোথায়? এখনই হয়ত যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং তৎক্ষণাৎ সে পত্র লইয়া মদনের নিকট যাইবে। এই সমস্ত প্রশ্ন যুগপৎ তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে বুঝি তাহার অন্তরের যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়। কিন্তু তাহাও করিবার উপায় নাই; তাহা হইলে যে যুবকের আশু নিদ্রাভঙ্গ হইবে। একমাত্র ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লওয়াই সে সমীচীন মনে করিল। কিন্তু অকস্মাৎ দয়িতকে রক্ষা করিবার একটী উপায় তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সে স্থির করিল, পত্রস্থ 'বিষ' শব্দটীতে 'য়া' সংযোগ করিয়া তাহার নিজ নাম 'বিষয়া'তে

পরিণত করিলে, সকল দিক্ রক্ষা হয়। এক সঙ্গে মনোমত পতি লাভ ও তাঁহার জীবন রক্ষা—দুই কার্য্যই হইবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে, সে সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। সে আপন মস্তক হইতে একটি কুন্তলশলাকা উঠাইয়া লইল, এবং তদ্দ্বারা স্বীয় নয়ন হইতে কিঞ্চিৎ অঞ্জন গ্রহণ পূর্ব্বক 'বিষ' শব্দটীর পার্শ্বে স্পষ্ট করিয়া 'য়া' লিখিয়া দিল। অনন্তর সে পত্রখানি আর একবার ভাল করিয়া পাঠ করিয়া যখন দেখিল যে, ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে অতি সাবধানে পত্রখানি পুনরায় বন্ধ করিয়া তাহা যুবকের বক্ষোদেশে রক্ষা করিল।

অনন্তর বিষয়া লঘুহৃদয়ে স্বীয় সহচরীগণ সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পত্রঘটিত কার্য্যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া

তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। তাহার বোধ হইল সে যেন কোন মোহমন্ত্রে অকস্মাৎ তাহার পরিচিত জগৎ হইতে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুই সে যেন প্রীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। কোন সুনিপুণ শিল্পী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সৃষ্টির বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গিয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। হৃদয়মধ্যে সে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তাহার বদনে, তাহার নয়নে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সে আনন্দ প্রতিভাত হইতে লাগিল। নৃপনন্দিনী চম্পকমালিনী তাহার সেই প্রীতিপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সখি বিষয়া, তোমার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যেন

তোমার অন্তরে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি কোনও যুবককে আত্মদান করিয়াছ না কি?” বিষয়া রাজকুমারীর পরিহাসের কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া মৃদু হাস্য করতঃ বিষয়ান্তরে কথোপকথন পরিবর্ত্তন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিবা অবসান প্রায়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শিথিল-কর দিনমণি অস্তাচলের বিশ্রাম-শয্যায় ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রহাসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিশ্রামসুখ উপ-ভোগ করিয়া তাহার শ্রান্তি দূর হওয়াতে সে আপনাকে সুস্থ ও সবল বোধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিল বলিয়া সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। বাস্তবিক সামান্য একটু বিশ্রাম করিবার নিমিত্তই সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল. নিদ্রা যাইবার কথা তাহার মনে আদৌ স্থান

প্রাপ্ত হয় নাই। রাজকীয় দৌত্যকার্য্যে তৎপরতার অভাব সৈনিকের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয়, চন্দ্রহাস ইহা চিন্তা করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। যাহা হউক, ক্ষিপ্রতার সহিত পুনরায় অশ্বারোহণপূর্ব্বক সে মন্ত্রিমহাশয়ের আলয়ে গমন করিল এবং মন্ত্রিপুত্রের হস্তে পত্রখানি প্রদান করিল।

মদন চন্দ্রহাসের সুকুমার কান্তি, সুদীর্ঘ অবয়ব ও সুমধুর চাল চলন দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং তাহার হস্ত হইতে পিতার পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল। তখনই তাহার মনে হইল, এই প্রিয়দর্শন যুবক তাহার প্রিয়তমা ভগিনীর পতি হইবার উপযুক্ত পাত্র বটে। মাতৃহীনা সহোদরা বিষয়াকে মদন অন্তরের সহিত স্নেহ করিত এবং তাহাকে রূপে,

গুণে অতুলনীয় পতি লাভ করিয়া সুখী হইতে দেখাই তাহার একমাত্র কামনার বস্তু ছিল। এক্ষণে সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু কি নিমিত্ত পিতা তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কন্যার বিবাহ দিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু পত্রদ্বারা পিতা এরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, কালবিলম্ব না করিয়া তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

পত্রে লিখিত ছিল "—তাহার জাতি এবং কুল-সম্বন্ধে বিচার না করিয়া, তাহার বয়স অথবা কমনীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না লইয়া, তাহার গুণ অথবা দক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, পত্রপাঠমাত্র তাহাকে 'বিষয়া'

প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।” অতএব মদনের আর ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের প্রয়োজন ছিল না।

ভগিনী-বৎসল মদন তৎক্ষণাৎ প্রাণাধিকা সহোদরার বিবাহার্থ শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদিগকে আহ্বান করিলেন। জ্যোতিষিগণ বিচার করিয়া বলিলেন যে, সেই দিবসের গোধূলি-লগ্নই এই শুভকর্ম্মের উপযোগী। মদন অযথা সময়ক্ষেপ না করিয়া কর্ম্মচারিবর্গকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণের আদেশ প্রদান করিল। এবং বিষয়াকে পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বিবাহার্থ প্রস্তুত হইতে বলিল।

ভ্রাতার মুখে স্বীয় বিবাহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিষয়ার মনে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই আনন্দের দিনে তাহার হৃদয়াকাশে মধ্যে মধ্যে বিষাদের কৃষ্ণমেঘ দেখা

দিতে লাগিল। হর্ষবিষাদের বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতে লাগিল, পিতা অকস্মাৎ প্রত্যাগত হইলে কি অনর্থ না সংঘটিত হইতে পারে। ঈদৃশী অবস্থায় পতিত হইয়াও বিষয়া স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইল না। বিচলিত হৃদয়কে সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে পরিণয় সাজে সজ্জিত হইল।

কিন্তু এই সকল ক্ষিপ্র আয়োজন সন্দর্শন করিয়া চন্দ্রহাসের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। মন্ত্রী ও তাহার ধর্ম্মপিতার মধ্যে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা ও বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে ইহা স্থির করিয়া সে এইরূপ আয়োজন ও ব্যবহারে কোন আপত্তি প্রদর্শন করিল না। বরবেশে সজ্জিত হইবার জন্য চন্দ্রহাস অবিলম্বে একটী রত্নখচিত সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইল।

এবং সেই দিন প্রদোষকালে কমনীয়কান্তি মন্ত্রি-তনয়া বিষয়াকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে আদিষ্ট হইল।

পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় মদন সাতিশয় ক্ষিপ্রতা ও উৎসাহের সহিত সূর্য্যাস্তের মধ্যে সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিল এবং চন্দ্রহাসকে স্বীয় ভগিনী বিষয়ার সহিত পাশাপাশি আসনে উপবেশন করাইল। পরিণয় কার্য্য সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিলেন তাঁহারা যথারীতি বর ও কন্যার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যাপক্ষ সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। কিন্তু চন্দ্রহাস উত্তর করিল যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ব্যতীত সে তাহার পিতামাতা অথবা পিতামহ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। এই অদ্ভুত

এবং অশ্রুতপূর্ব্ব উত্তরে মন্ত্রিপুত্র ও উপস্থিত অপরাপর ব্যক্তিগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু পত্রলিখিত পিত্রাদেশ স্মরণ করিয়া মদন ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং প্রচলিত প্রথানুসারে বর ও কন্যার বস্ত্রাঞ্চল একত্র বন্ধন করিয়া দিলেন। এইরূপে চন্দ্রহাস ও বিষয়া পতি-পত্নীরূপে পরিগণিত হইল।

সহোদরার বিবাহ উপলক্ষে মদন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, বিবিধ রত্ন, পট্টবস্ত্র, হয়, হস্তী, চন্দনকাষ্ঠ, কর্পূর এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি যথাযোগ্য পাত্রে বিতরিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে বিতরণের সংবাদ নগরের

মধ্যে বিঘোষিত হইল। দলে দলে নর্ত্তক, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, চারণ ও অন্যান্য বহুতর ব্যক্তি মন্ত্রিভবনে আগমন করিয়া, প্রচুর উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণ উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিল এবং আশাতিরিক্ত পরিধেয় বস্ত্র ও পাথেয় প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে দুই হাত তুলিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রাজপথগুলি সম্মিলিত জনগণের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। মন্ত্রিভবন আনন্দালয়ে পরিণত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে তহশীলদারের গৃহ হইতে চন্দ্রহাসকে অপসারিত করিয়া মন্ত্রী তহশীল-দারের উপর স্বীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তহশীলদারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার পদ ও ধনসম্পত্তি অপর একজন অনুচরকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ তহশীলদারের অধানস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাঁহার অনুগত প্রজাগণ প্রহৃত হইয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইল।

এইরূপে তহশীলদারের উপর স্বীয়

ক্রোধ ও ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু চন্দ্রহাসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন ইহা স্থির করিয়া মন্ত্রী সানন্দে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি বড় আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন যে, গৃহে গিয়া দেখিবেন, বিষ প্রয়োগে চন্দ্রহাসকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাঁহার পত্রাদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি স্বীয় আলয়ে উপনীত হইলেন তখন বিবাহের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল প্রীতিভোজ, নৃত্যগীত এবং অন্যান্য আনন্দোৎসব তখনও অবশিষ্ট ছিল। বরকন্যার শাস্ত্রানুমোদিত পরিণয়গ্রন্থি-বন্ধন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আর উন্মোচন করিবার উপায় ছিল না।

মন্ত্রী স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিয়া এই সকল উৎসব ও উত্তেজনা দর্শন পূর্ব্বক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চারণদল শুভবিবাহের প্রশংসা করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, গায়কগণ সুললিত গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিতেছে, বাদকগণ তালে তালে বাদ্য বাজাইয়া সঙ্গীতের মাদকতা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং নর্ত্তকীগণ সুললিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়া দর্শকদিগের মনোহরণ করিতেছে। উপঢৌকন ভারে নত হইয়া শত শত ব্যক্তি দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মন্ত্রিপ্রবর কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কিন্তু যতই তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে-

ছিলেন ততই তাঁহার বিরক্তির কারণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জনসংঘ তাহাকে দেখিয়া দলে দলে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং তাহার প্রাণাধিকা কন্যার সহিত প্রিয়দর্শন অজ্ঞাতকুলশীল যুবক চন্দ্রহাসের শুভসম্মিলনের উল্লেখ করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। মন্ত্রী ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন এবং এই সকল লোক-দিগকে তাহার সম্মুখ হইতে বিদূরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

অবিলম্বে আর এক দল তথায় উপস্থিত হইয়া সাদরসম্ভাষণে এবং আশীর্ব্বাদবর্ষণে মন্ত্রীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ইহাদিগকেও অপর দলের ন্যায় বেত্রপ্রহারে নিষ্কাশিত করা হইল।

অবশেষে যখন একদল ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার

উপর রীতিমত আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন তখন তিনি তাঁহাদের অবিশ্রান্ত কোলাহলে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্বহস্তে বেত্র গ্রহণপূর্ব্বক একরূপ নিদারুণ ভাবে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ বা প্রাপ্ত উপহার ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন, কেহ বা ভীতিবিকম্পিত কলেবরে স্বীয় উষ্ণীষ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে বক্ষঃ সংলগ্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ইতিপূর্ব্বে কখনও কাহারও দ্বারা একরূপ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত অথবা অপমানিত হন নাই। মন্ত্রী যেরূপ তাহাদিগকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন, তাহারাও মন্ত্রীকে সেইরূপ উন্মত্ত স্থির করিয়া লইলেন।

এই সমস্ত হাস্যোদ্দীপক অভিনয় করিয়াও মন্ত্রীর বিরক্তি ও ক্ষোভের উপশম হয় নাই,

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র পুরনারীগণ তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে নবদম্পতির যশঃকীর্ত্তন এবং আশীর্ব্বাদ বর্ষণে তাঁহাকে বধির করিবার উপক্রম করিল। তিনি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুতবেগে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার চক্ষুঃশূল চিরশত্রু চন্দ্রহাসকে স্বীয় দুহিতা বিষয়ার সহিত বরকন্যাভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি ও ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া এরূপ কাঁপিতে লাগিলেন যে, কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে মদনকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "অরে মূর্খ! করেছিস্ কি? আমি বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার নিমিত্ত তোর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম, আর

তুই তাহা না করিয়া আপন সহোদরার সহিত তাহার বিবাহ দিলি এবং তদুপলক্ষে অনর্থক দান করিয়া অজস্র অর্থের অপব্যয় করিলি।”

মদন পিতার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া চন্দ্রহাস কর্ত্তৃক আনীত পত্র-খানি তাহাকে প্রদান করিল। মন্ত্রী পত্রখানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু তাহাতে চাতুরীকৃত পরিবর্ত্তন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন পত্রখানি যে তাহার স্বহস্ত লিখিত তাহা অস্বীকার করা দূরের কথা, বরং স্বয়ং যে এইরূপ ভুল করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইলেন।

যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ইহাই তখন মন্ত্রীর চিন্তার বিষয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধ দমন এবং

মনোবৃত্তিনিচয় সংগোপন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। কারণ তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তিনি এস্থলে জামাতার নিন্দা করেন কিংবা তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া আপনারই অনিষ্ট করিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি নবপরিণীত দম্পতিসমীপে গমন করিলেন এবং বাহ্যিক মিষ্ট বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা জামাতার তুষ্টিসাধনে যত্নবান্ হইলেন। কন্যা বিষয়াকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া স্নেহময় জনকের ন্যায় তাহাকে সস্নেহে চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ সুখ স্বচ্ছন্দের কামনা করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক অন্তরে তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বাটীস্থ সকলকে হত্যা করিলেও তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইত না।

পরদিন প্রত্যূষে তিনি কতকগুলি চণ্ডালকে আহ্বান করিলেন এবং প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সেই দিবস সন্ধ্যা-কালে নগরের উপকণ্ঠস্থিত দুর্গামন্দিরে যে ব্যক্তি দেবীর পূজার নিমিত্ত সুবর্ণ-ধূপদান লইয়া গমন করিবে তাহাকে হত্যা করিতে প্রলুব্ধ করিলেন।

অনন্তর তিনি চন্দ্রহাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমাদের বংশে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তাহাকে স্বয়ং বিবাহের পরদিবস সন্ধ্যাকালে দেশের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর মন্দিরে সুবর্ণ ধূপদান উৎসর্গ করিতে হয়। অদ্য সন্ধ্যায় তোমার তাহা করিবার কথা। ইহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই ত?"

চন্দ্রহাস বিনীত ভাবে বলিল, "যে বংশে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাহার রীতি নীতি

অতীব আনন্দের সহিত পালন করিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

চন্দ্রহাসের নিকট স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, মন্ত্রিবর যারপর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং চন্দ্রহাসের সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচারীদিগের উপর সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রহাসি ও বিষয়ার বিবাহের পরদিন বৃদ্ধ ও অপুত্রক কুন্তলরাজ অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্যের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সভা-পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করিয়া বলিলেন যে, এই স্বপ্ন মৃত্যুর ত্বরিত আগমনের লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত, নরপতি স্বপ্নে স্বীয় মস্তকহীন দেহকঙ্কাল দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া পণ্ডিতগণ বলিলেন ইহা মাসত্রয়ের মধ্যে অবধারিত মৃত্যুর লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপে সতর্কিত হইয়া নৃপতি অবিলম্বে রাজমুকুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্য হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জীবনের শেষ কয়েক-দিন ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির রাজধানী প্রত্যাবর্তনের বার্ত্তা তখনও তিনি অবগত হন নাই। সুতরাং নরপতি মন্ত্রিপুত্র মদনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আমি অদ্যই সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। চন্দ্রহাস নামক যে যুবক সম্প্রতি তোমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গুণকাহিনী এবং ধর্ম্মানু-রাগের কথা শ্রবণ করিয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, তাঁহাকেই আমি আমার উত্তরা-ধিকারিত্ব দান করিবার মানস করিয়াছি। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া তোমার নূতন ভগিনীপতিকে প্রাসাদে আনয়ন কর।

আমি আর অযথা কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই তাহারই মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিব।"

পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করাই মন্ত্রীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকিলেও মদন কখনও সিংহাসন লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে নাই। সুতরাং কুন্তলরাজের এই অভিনব ও অভাবনীয় প্রস্তাবে ঈর্ষান্বিত না হইয়া বরং ভগিনীপতি চন্দ্রহাসের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সূচনায় মদন যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রহাসের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে সুবর্ণ-ধূপদানহস্তে দুর্গামন্দিরের পথে দেখিতে পাইল। "মহারাজ তোমাকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছেন: এখনই যাও" সংক্ষেপে এই কয়টী কথা বলিয়া মদন চন্দ্রহাসের হস্ত হইতে ধূপদান গ্রহণ করিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে স্বয়ং উহা

দেবীমন্দিরে উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অনন্তর চন্দ্রহাস রাজপ্রাসাদাভিমুখে ও মদন মন্দিরের পথে অগ্রসর হইল।

তমিস্রাদেবী ক্ষিপ্রগতিতে ধরণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় সুনীল অঞ্চল বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। মদন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে বহু দুর্নিমিত্ত দর্শন করিল! তাহার বাম নয়ন অবিশ্রান্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ একটী পেচক তাহার মস্তকোপরি উপবেশন করিল। পথিমধ্যে বিবাদোন্মত্ত দুইটী মার্জ্জার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অকারণ তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত অশুভ লক্ষণে পাছে সোদরপ্রতিম ভগিনীবল্লভের কোন অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ইহাদ্বারা তাহার নিজের যে কোন অনিষ্ট

সংঘটিত হইতে পারে মুহূর্ত্তের জন্যও এ চিন্তা তাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার স্বাভাবিক উদার প্রকৃতি, প্রাণাধিকা সহোদরার প্রেমাস্পদের মস্তকোপরি পতনসম্ভাবী বিপদরাশি যেন তাহার নিজের মস্তকে পতিত হয়, করুণাময় ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা জানাইতে তাহাকে প্রণোদিত করিল। এই সকল আকস্মিক দুর্নিমিত্তের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মদন অবশেষে মন্দিরসমীপে উপনীত হইল এবং দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরাভ্যন্তরে লুক্কায়িত চণ্ডালগণ তৎক্ষণাৎ অসিপ্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল এবং অবিলম্বে তাহাকে পার্থিব চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

ইতিমধ্যে চন্দ্রহাস রাজপ্রাসাদে উপনীত হইল। বৃদ্ধ নরপতি তখন রাজ্যস্থ প্রধান

প্রধান ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণামন্দিরে সমাসীন ছিলেন। চন্দ্রহাসের শুভাগমন প্রাসাদমধ্যে বিঘোষিত হইলে কুন্তলাধিপতি তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিলেন এবং উপস্থিত সভাসদ্‌বৃন্দের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। এ দেহ আর রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নাই। অতএব আপনারা আমাকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দান করুন। এই যুবকের দেহে রাজলক্ষণ সমস্তই বর্তমান এবং ইহার গুণ-গ্রামের কথাও শুনিয়াছি। রাজ্যভার বহনে ইহার ন্যায় উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। আমার অবর্ত্ত-মানে ইনিই নরপতিপদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার অভিলাষ। আপনারা আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সুখী হইব।

ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে আমার প্রার্থনা এই যে, এই নব নৃপতি আপনাদিগকে ও প্রকৃতিপুঞ্জকে লইয়া সুখে রাজ্যভোগ করুন।"

সভাসদগণ নৃপতির এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী বাৎসল্যোচিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া গলদশ্রুলোচনে শপথ করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা অতঃপর সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রহাসকে আপনাদের প্রভু বলিয়া সম্মান করিবেন। নির্ম্মলচরিত্র, পলিতকেশ নরপতি অনন্তর সানন্দচিত্তে সকলসমক্ষে স্বীয় মস্তক হইতে রাজমুকুট উন্মোচন পূর্ব্বক চন্দ্রহাসের মস্তকে স্থাপন এবং রাজকীয় বেশভূষা উন্মোচনপূর্ব্বক চন্দ্রহাসকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর স্বীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপা, প্রাণাধিকা দুহিতা চম্পকমালিনীকে তথায় আনয়ন করিয়া নবভূপতি চন্দ্রহাসের

সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাসাদ ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদবধি কেহ তাঁহাকে দর্শন অথবা তাহার সম্বন্ধে কিছুই শ্রবণ করে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজকীয় ঢক্কানিনাদে নবভূপতি চন্দ্রহাসের অভিষেকবার্ত্তা রাজধানী ও রাজ্যের ইতস্ততঃ যথারীতি বিঘোষিত হইল। মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ঢক্কানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। কুন্তলাধিপতি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিপুত্র মদনের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন এবং এই বাদ্য দ্বারা সেই সংবাদ প্রচারিত হইতেছে, ইহাই শুনিবার আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। কারণ, যদিও মদন কখনও রাজমুকুট লাভের দুরাশা করে নাই, তথাপি অমাত্যবর স্বতঃ পরতঃ বহুবার রাজসমীপে

নৃপতির অবর্ত্তমানে স্বীয় পুত্র মদনকে তাঁহার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মদনই যে ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রহাস নরপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই সত্য সংবাদ কর্ণগোচর হইলে, সংবাদদাতা ভৃত্য প্রতারণা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে ইহা স্থির করিয়া মন্ত্রিবর ভৃত্যের রসনা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

মন্ত্রিতনয়া বিষয়া ও নৃপনন্দিনী চম্পকমালিনীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং রাজ্য লাভ করিয়া নবনৃপতি চন্দ্রহাসের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মন্ত্রীই তাঁহার সকল সৌভাগ্যের মূল ; তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া

মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ চন্দ্রহাস দেহরক্ষক অশ্বারোহিগণসহ মন্ত্রিভবনে যাত্রা করিলেন। এই রাজকীয় অভিযান দর্শন করিয়া মন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাঁহার পুত্র মদনই রাজসিংহাসন লাভ করিয়া পিতৃ-পদ-বন্দন ও পিত্রাশীষ গ্রহণার্থ গৃহে আগমন করিতেছে। এক্ষণে মদনের পরিবর্ত্তে চন্দ্রহাসকে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে এবং নৈরাশ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ বাকৃশক্তিহীন হইয়া রহিলেন।

অকস্মাৎ তিনি পুত্র মদনের অনুসন্ধান করিতে করিতে অবগত হইলেন যে, মদন চন্দ্রহাসের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ-ধূপদান উৎসর্গার্থ দুর্গাদেবীর মন্দিরে গমন করিয়াছে। এই সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র প্রাণাধিক পুত্রের কি দশা হইয়াছে, তাহা তাঁহার

বুঝিতে বাকী রহিল না। হতভাগ্য মন্ত্রী, দুঃসহ শোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র তাঁহারই নির্দ্দেশ মত ঘাতকের হস্তে নির্দ্দয়-ভাবে হত হইয়া শতচ্ছিন্ন দেহে মন্দিরতলে শয়ান ছিল। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত-প্রায় হইল এবং সমীপস্থ এক স্তম্ভে মস্তক আঘাত করিতে করিতে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ও তৎপুত্র মদনের মৃত্যুসংবাদ অবিলম্বে নৃপতি চন্দ্রহাসের নিকট পৌঁছিল। প্রথমে তিনি এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কয়েকজন অনুচর ও পার্শ্বচর সমভিব্যাহারে তিনি দ্রুতগতি দুর্গামন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া পিতা-পুত্রের জীবনহীন রক্তাক্ত দেহ দর্শন করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। একে একে জীবনের প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগিল। এই মন্ত্রীই তাঁহার ধর্ম্মপিতার উপর বিদ্রোহদমনের ভার দেওয়াতে তিনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া আপনার বাহুবলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারই পত্র বহন করিয়া তিনি বিষয়াকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহারই প্রসাদে শেষে অচিন্তিতপূর্ব্ব রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহদান ও কুন্তলাধিপতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিবর পুত্র মদনকে পত্র লিখিয়া তাঁহার দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন। মদনেরও অকৃত্রিম স্নেহের কথা বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার হস্তে পিতার পত্র পাইয়া মদন তাঁহাকে

কিরূপে তুষ্ট করিবে তাহার জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব নরপতি তাঁহাকে আহ্বান করিলে মদন তাঁহারই সুবিধার জন্য দেবীমন্দিরে ধূপদান প্রদানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহারই ফলে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি নিজে ধূপদান লইয়া গেলে তাঁহাকেই মদনের দশা প্রাপ্ত হইতে হইত। মদনই তাহা হইলে নিজের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

তাঁহারই বিবাহ ও রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ও মন্ত্রীর সংসারে এইরূপ বিপৎপাত হইল, তজ্জন্য চন্দ্রহাস নিজেকে এই সমস্ত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। তাঁহারই জন্য মন্ত্রিপুত্র মদন নিহত হইয়াছে এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী দুঃসহ শোকভার বহনে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা

করিয়াছেন। জনসমাজে তিনি মুখ দেখাই-বেন কিরূপে? বাল, বৃদ্ধ, ইতর, ভদ্র সকলেই যে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে "দেখিতেছি, এই অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে রাজা করিয়া, বৃদ্ধ নরপতি সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। ইঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভেই যেরূপ অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ইঁহার রাজত্ব কখনই শুভপ্রদ হইবে না।" অতএব এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয়ঃ। এই সকল কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া চন্দ্রহাস জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তিনি মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, ভগবতি! আমার ন্যায়

অভাজনের প্রণাম গ্রহণ করুন। ইহজন্মে আমি জগতের কোন কাজে আসিলাম না। আশীর্ব্বাদ করুন, পরজন্মে যেন আপনার পদে মতি রাখিয়া জগতের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।” এই বলিয়া দেবীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রহাস আপন গলদেশে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে দেবী মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “বৎস, তোমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আমি প্রীত হইয়াছি। দুর্লভ মানবজীবন অকারণ নষ্ট করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। জীবমাত্রেই আপন আপন কৃতকর্ম্মের ফলভাগী। মন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপুত্রের মৃত্যুতে তোমার কোন অপরাধ নাই। আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর এবং আমার নিকট ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ

করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তোমার মূল্যবান্ জীবনের অনেক কার্য্য এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া সংসারে যশস্বী হও।”

চন্দ্রহাস দেবীর কৃপাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং নতজানু হইয়া জোড়করে দেবীকে প্রণতি-পূর্ব্বক বলিলেন, “মা, আমার ন্যায় নরাধমের প্রতি যখন এতই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন আপনার পদতলে পতিত মন্ত্রী ও তাঁহার পুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জীবন দান করুন।” দেবী ‘তথাস্তু’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দেবীর কৃপায় মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ও তাঁহার পুত্র মদন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় মন্দিরতলে দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্রহাসকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রমে

অল্পে অল্পে পূর্ব্বকথা স্মরণপথে উদিত হওয়াতে মন্ত্রী বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস চন্দ্রহাস, আমায় ক্ষমা কর। তোমার শৈশবে যেদিন আমি তোমাকে প্রথম দর্শন করি, সেইদিন হইতে তোমার প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। বৎস, বিনা অপরাধে তোমাকে আমি প্রথমে ঘাতকদিগের হস্তে সমর্পণ করি। নরহত্যা তাহাদের ব্যবসায়; তথাপি তাহারা দয়াপরবশ হইয়া তোমার কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু আমি এমন নৃশংস চণ্ডাল যে, তোমাকে শমনসদনে প্রেরণের বাসনা তথাপি আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। তোমাকে তহশীলদারের গৃহে দেখিয়া, আমার হৃদয়ে আবার হলাহল উত্থিত হইল। পত্র পাঠমাত্র তোমাকে বিষ দিবার আদেশ দিয়া মদনকে

পত্র লিখিলাম এবং চক্রান্ত করিয়া তোমারই দ্বারা সে পত্র প্রেরণ করিলাম। কিন্তু ভগবান্ যাহার সহায়, তাহাকে মারে কে ?. মদনকে ভুলক্রমে পত্রে 'বিষ' স্থলে 'বিষয়া' লিখিয়াছিলাম, তাহার ফলে তুমি আমার প্রাণাধিকা কন্যা বিষয়াকে লাভ করিলে। তোমার মত জামাতৃ-লাভ, বহুজন্মের পুণ্যফলে হয়। আমার হৃদয়ে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যের তখনও বিরাম হয় নাই; আমি আত্মজা দুহিতার কতদূর সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছি, নিজের বক্ষে কি শেল হানিতে যাইতেছি, তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া তোমার ন্যায় জামাতৃরত্নের মস্তকে ঘাতকের শাণিতকৃপাণ পুনরায় পাতিত করিবার অভিপ্রায়ে ধূপদান উৎসর্গ করিবার জন্য তোমাকে দেবীমন্দিরে পাঠাইলাম। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়: ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিলেন এবং

রাজত্ব প্রদানে পুরস্কৃত করিলেন। আর আমার বংশের প্রদীপ একমাত্র পুত্রকে নিধন করিয়া আমার হৃদয়ে দারুণ নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বৎস, কেন তুমি আবার আমাদের জীবন দান করিলে? দারুণ অনুতাপানলে আমি তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছি। কালের করুণ হস্ত ভিন্ন এ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিবার সাধ্য আর কাহারও নাই।" এই বলিয়া মন্ত্রী দেবীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া চন্দ্রহাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা চন্দ্রহাস, এই লও খড়্গ; স্বহস্তে আমার পাপদেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিয়া আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর; তোমার হস্তে দণ্ডগ্রহণ না করিলে, আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে না। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তি

দাও। আমি আজ রাজার শ্বশুর, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমার দেহের অবসান হউক। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতে স্বীয় যশ ও কীর্ত্তি ঘোষণা কর।”

চন্দ্রহাস বিনীত ভাবে বলিলেন, “পিতঃ, আপনি বিজ্ঞ এবং প্রবীণ, আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমারই ভাগ্যফলে এই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে। আপনি নিমিত্ত মাত্র। আপনি মনস্তাপ করিয়া আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। রাজ্যের গুরুভার আমার মস্তকে পতিত হইয়াছে; আপনার সহায়তা ভিন্ন আমি সে ভার বহনে সমর্থ হইব না। অতএব আপনি প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে আমাকে সমুচিত উপদেশ প্রদান করতঃ রাজ্যের এবং

ভূতপূর্ব্ব নরপতির সুনাম রক্ষার ব্যবস্থা করুন।”

মন্ত্রিবর চন্দ্রহাসের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, “বৎস, আমার সংসারে থাকিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। তোমার যেরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি, তাহাতে রাজ্য-পরিচালনে আমার সাহায্যেরও প্রয়োজন দেখি না। তবে, যাঁহার অন্নে এতদিন প্রতি-পালিত হইয়াছি সেই পূজ্যপাদ প্রজারঞ্জক মহারাজের খ্যাতি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তুমি আমার মদনের অপেক্ষা স্নেহের ও আদরের। অতএব আমি স্থির করিয়াছি, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ রাজ্যপরিচালনে যে পন্থা অনুসরণ করিতেন, তোমাকে সেই পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য আমি আরও কিছুদিন সংসারে থাকিয়া পরে বানপ্রস্থ গ্রহণ করিব। পরে

যেন আমাকে বাধা দিও না। তোমাকে আর একটী প্রধান কথা বলিতে এতক্ষণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমি বিনা অপরাধে তোমার ধর্ম্মপিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যাও বৎস, অবিলম্বে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া লইয়া আইস। তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে, আমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইবে না।"

মন্ত্রী তাঁহার ধর্ম্মপিতাকে যে নিগৃহীত করিবেন, এ কথা চন্দ্রহাসের মনে কখনও স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। এক্ষণে মন্ত্রীর মুখে ধর্ম্মপিতার দুর্গতির কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহাস স্বয়ং তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ তহশীলদার চন্দ্রহাসকে রাজবেশে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্রহাস যে বর্ত্তমান নরপতি তাহা জানিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার ন্যায় পুত্র পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া তুমি সুখে রাজসুখ উপভোগ কর।"

চন্দ্রহাস ধর্ম্মপিতাকে লইয়া মন্ত্রিসমীপে উপনীত হইলে মন্ত্রিবর তহশীলদারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ আমি তোমায় কারারুদ্ধ করিয়া কত কষ্ট দিয়াছি। তোমার চন্দ্রহাস আমার ও আমার পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন। অনুতাপে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি। তুমি ক্ষমা করিয়া আমার হৃদয়ে শান্তি দান কর।" তহশীলদার মন্ত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,"অমাত্যবর, আপনার উপর আমার বিন্দুমাত্র আক্রোশ নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক

অনর্থক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না।”

অনন্তর চন্দ্রহাস, স্বীয় ধর্ম্মপিতা, শ্বশুর ও শ্যালক সহ মন্ত্রীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। নাগরিকগণ মন্ত্রী ও মদনের আকস্মিক মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন লাভের কথা অবগত হইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। নবনৃপতির যশ রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজধানীতে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

মন্ত্রিতনয়া বিষয়া, পিতা ও ভ্রাতার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রী গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমে প্রাণাধিকা দুহিতার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে কিরূপে তিনি বার বার চন্দ্রহাসের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াও

কৃতকার্য্য হন নাই এবং কিরূপে চন্দ্রহাসই অবশেষে তাঁহার ও মদনের জীবনদান করিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "মা বিষয়া, তোমারই পুণ্যফলে আমি চন্দ্রহাসকে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে সুখে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর।" বিষয়া এতদিনে পিতার পত্রের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল।

চন্দ্রহাস এক্ষণে মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী রাজ্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি রাজ্যসংক্রান্ত জটিল বিষয় সম্বন্ধে কিছুদিন চন্দ্রহাসকে উপদেশ দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিলেন। তাঁহার স্থলে নৃপতি মদনকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ তহশীলদার এখন রাজপিতা এবং তাঁহার স্ত্রী রাজমাতা।

পুত্রের অভাবনীয় সৌভাগ্যে তাঁহাদের সুখের ও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

বিষয়া ও চম্পকমালিনীকে লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রহাস সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।